দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

শিক্ষাকে সবার ওপর স্থান দিন ঃ খালেদা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাকে সবকিছুর উর্ধ্বে রাখার আহবান জানান। কেননা শিক্ষাই সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিত্তি। খবর বাসস'র।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার আন্তর্জাতিক সম্মে-লন কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষা কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, দলমতনির্বিশেষে সকলকে বর্তমান সরকার গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচীকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য জড়িত হতে হবে।

শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা এবং শিক্ষা কর্মসূচীতে জনগণকে শরিক করার ব্যাপারে সাহায্য করতে সংবাদ মাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে খালেদা জিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন।

(৮-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাকে সবার ওপর স্থান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ ও পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়মিত গ্রাম এলাকা পরিদর্শন এবং চালু শিক্ষা কর্মসূচীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহবান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা কর্মসূচীর সকল স্তরে জবাবদিহিতা অব-শ্যই নিশ্চিত করতে হবে। স্বৈরশাসন আমলে বিশেষ করে শিক্ষাখাতে জবাবদিহিতা না থাকায় এই খাতটির সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

খালেদা জিয়া বলেন, এখন আমাদের এই খাতকে সচল রাখতে অতিরিক্ত উদ্যোগ দিতে হবে। যা দেশের সর্বোচ্চ বিবেচনারশীর্ষে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন; শিক্ষার জন্য শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে সংবাদ মাধ্যমের নিজস্ব কর্মসূচী প্রণয়ন করা উচিত। তিনি বলেন, তাঁর সরকার দরিদ্র ছাত্রদের স্কুলে যাবার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অন্যথায় শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব হবে না বলে তিনি উল্লেখকরেন।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে একটি জরুরী কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে বৈঠকটির আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা, শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, ধর্মমন্ত্রী এম কেরামত আলী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মঈন খান, মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম সারোয়ারী রহমান, খুরশীদ জাহান হক এমপি, ফরিদা রহমান এমপি ও মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন আহমেদ এমপি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারাও আলোচনায় অংশ নেন। বৈঠকে মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ আনু-ষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বিস্তারের ব্যাপা-রেও আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী মসজিদ-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা প্রদানের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।